যায়যায়দিন

তারিখ ঃ ০৫/০৮/২০২১ (পৃঃ ০৯)

দামুড়হুদায় আমন রোপণে ব্যস্ত কৃষক

দাকোপে ৯৬ হেক্টর বীজতলা নষ্ট

দামুড়হুদা (চুয়াডাঙ্গা) প্রতিনিধি

দামুড়হুদার মাঠে মাঠে আমন ধান রোপণে ব্যস্ত সময় পার করছে কৃষকরা। মাঠে মুষলধারায় ঝরছে বর্ষার বৃষ্টি। কৃষক ধান লাগাতে লাগাতে দেখতে শুরু করেছেন আগামী দিনের স্বপ্ন। অনুকূল আবহাওয়া পেয়ে কৃষক এখন কোমড় বেঁধে আমন চাষে মাঠে নেমেছেন। চলতি মৌসুমে আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে পর্যাপ্ত ধান ঘরে তোলার স্বপ্ন দেখছে কৃষক। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত ফসলি জমিতেই দিন কাটছে কৃষকদের।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিস জানিয়েছে, দামুড়হুদায় এ বছর ছয় হাজার ৯৮৩ হেক্টর জমিতে আমন ধান রোপণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এই আমন ধান রোপণ ৪৫ ভাগ শেষ হয়েছে এবং বাকি জমিতে বীজতলা প্রস্তুত করা হয়েছে। উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, কেউ জমিতে হাল চাষ করছেন, কেউবা জমির আইল কাটছেন, আবার কেউ ধান রোপণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এই উপজেলায় বেশির ভাগ জমিতে চাষিরা স্বর্ণা, বড় শালকিলে, ব্রি-৪৯সহ ধানের চারা রোপণ করেছে।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান বলেন, সঠিক সময় আমন ধান রোপণ করে নিয়মিতভাবে পরিচর্যা করলে ধানের উৎপাদন ভালো হবে। আমরা উপজেলা থেকে ৭০০ জনকে সার, বীজসহ বিভিন্ন সরকারি প্রণোদনা দিয়েছি।

এদিকে দাকোপ (খুলনা) প্রতিনিধি জানান, কয়েক দিনের অতি বৃষ্টিতে খুলনার উপকূলীয় দাকোপের বিভিন্ন এলাকায় আমনের বীজতলা পানিতে তলিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। অধিকাংশ বীজতলা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় হাজারও কৃষক দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। এ অবস্থায় কৃষকরা পুনরায় বীজতলা তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ফলে চলতি মৌসুমে আমন চাষ ব্যাহত হতে পারে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, তিনটি পৃথক দ্বীপের সমন্বয় এবং একটি পৌরসভা ও ৯টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত এই উপজেলা। এখানে চলতি মৌসুমে আমনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১৯ হাজার ৪৮০ হেক্টর জমি। এর মধ্যে স্থানীয় জাত চার হাজার ১২০ হেক্টর ও উফসি ১৫ হাজার ৩৬০ হেক্টর। এই জমি আবাদের জন্য এক হাজার ১৫ হেক্টর জমিতে বীজতলা তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি নিম্নচাপের প্রভাবে কয়েক দিনের অতি বৃষ্টিতে অধিকাংশ বীজতলা পানিতে তলিয়ে যায়। এতে অসংখ্য কৃষকের বীজতলা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কৃষি অধিদপ্তর দাবি করছে, ৯৬৫ হেক্টর বীজতলা পানিতে তলিয়ে গেছে। এর মধ্যে ৯৬.৫ হেক্টর বীজতলা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে। এ বিষয়ে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মেহেদী হাসান খান বলেন, কৃষি বিভাগের পরামর্শ মতো পরিচর্যা করলে কিছুটা হলেও ক্ষতি কমবে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বীজ ধান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।